সেই নানাদেবতা ভজনকারী পরমপুরুষার্থ লাভে বঞ্চিত হইয়াছে বলিয়াই বুঝিতে হইবে। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৩২ ॥

টীকা চ—পূর্ব্বোক্তনানাদেবতাযজনস্থপি সংযোগ পৃথক্ত্বেন ভক্তিযোগফলত্বমাহ এতাবানিতি। ইন্দ্রাদীনপি যজতামিহ তত্তদ্‌যজনে ভাগবতানাং সঙ্গতো ভগবত্যচলোভাবো ভক্তির্ভবতীতি যদেতাবানেব নিঃশ্রেয়সস্য পরমপুরুষার্থস্য উদয়োলাভঃ। অন্যত্তু সর্ব্বং তুচ্ছমিত্যর্থ ইত্যেষা। অত্র 'ইন্দ্রং ইন্দ্রিয়কামস্ত' ইত্যাদ্যুক্তম্ ইন্দ্রিয়পাটবাদিকং পৃথক্ত্বেন ফলম্। ভাগবতেন সংযোগেতু ভাবঃ ফলম্। খাদিরযূপসংযোগে যাগস্য ফলবৈশিষ্ট্যবদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২ ॥ ৩। শ্রীশুকঃ ॥ ৩১—৩২ ॥

স্বামীকৃত টীকার্থ—পূর্ব্ববর্ণিত নানাদেবতা উপাসনারও "সংযোগপৃথকৃত্ব" ন্যায়ে ভক্তিযোগপ্রাপ্তিই যে পরম ফল, তাহাই "এতাবান্" ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন। ইন্দ্রাদি নানাদেবতাকে উপাসনাকারীগণের সেই সেই নানাদেবতা উপাসনার ভগবদ্ভক্তগণ সঙ্গ হেতুক ভগবানে অচলভাব অর্থাৎ যে ভক্তিটি হইয়া থাকে, এইটিই নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ পরমপুরুষার্থের প্রাপ্তি। অন্য সমুদয়ই তুচ্ছফল—এইটিই শ্লোকের মুখ্য তাৎপর্য্য। এই পর্য্যন্ত টীকার ব্যাখ্যা করা হইল। এই স্বামীপাদকৃত ব্যাখ্যাতে যে "সংযোগপৃথকত্ব" ন্যায়টি উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহারই ব্যাখ্যা শ্রীপাদ জীবগোস্বামীচরণ করিতেছেন—ইন্দ্রিয়কামজন ইন্দ্রকে উপাসনা করিবে, এই যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে পৃথকরূপে উপাসনা করিলে কেবল ইন্দ্রিয় পটুতাই ফলরূপে লাভ করিতে পারিবে। ভগবদ্ভক্তসঙ্গে কিন্তু শ্রীভগবানে ভক্তিলাভ হইবে। যেমন অন্য কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিতযূপে যে ফললাভ হইবে, খরিদকাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত যূপসংযোগে যজ্ঞের ফল বৈশিষ্ট্য জন্মিয়া থাকে, এস্থলেও তেমনি বুঝিতে হইবে ।২।৩। অধ্যায়ে শ্রীশুকদেব পরীক্ষিত মহারাজকে বলিয়াছিলেন ॥ ৩১—৩২ ॥

অনন্তরং শ্রীশৌনকেনাপি ব্যতিরেকোক্ত্যা তস্যৈবাভিধেয়ত্বং দৃঢ়ীকৃতম্। যথাহ—

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্ত্তে যৎক্ষণোনীত উত্তমঃশ্লোকবার্ত্তয়া ॥ ৩৩ ॥

অনন্তর শৌনকও ব্যতিরেকমুখে সেই ভক্তিযোগেরই অভিধেয়ত্ব অর্থাৎ অবশ্য কর্ত্তব্যতায় দৃঢ়তা বলিয়াছেন। যেমন বলিয়াছেন—এই সূর্য্য উদিত অস্তমিত হইয়া পুরুষসকলের (জীবমাত্রের) আয়ুঃহরণ করিতেছেন, কেবলমাত্র যিনি উত্তমশ্লোক শ্রীহরির কথায় ক্ষণকালও অতিবাহিত করিতেছেন, তাঁহার পরমায়ুটা হরণ করিতেছেন না। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৩৩ ॥

অসৌ সূর্য্যঃ উদ্যন্নুদগচ্ছন্ অস্তঞ্চ যন্ গচ্ছন্ হরতি বৃথাগামিত্বাৎবলাদাচ্ছিনত্তীত